মুজিবনগরে ব্র্যাক কর্মসূচি পরিদর্শন করলেন ইউএনও

মুজিবনগরে ব্র্যাক পরিচালিত টিবি কন্ট্রোল প্রোগ্রামের স্বাস্থ্য সেবিকাদের ওরিয়েন্টেশন ও মুজিবনগর ব্র্যাক অফিস পরিদর্শন করেছেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম।

আজ মঙ্গলবার (১০ ডিসেম্বর) দুপুরে টিবি কন্ট্রোল প্রোগ্রামের স্বাস্থ্য সেবিকাদের ওরিয়েন্টেশন ও মুজিবনগর ব্র্যাক অফিস পরিদর্শন করেন তিনি।

এসময় উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা মোঃ আসাদুজ্জামান এবং মেহেরপুর ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ মিজানুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

এসময় তারা ব্র্যাক মুজিবনগর কার্যালয় পরিদর্শন করে সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রমের বিষয়ে অবগত হন এবং সেবিকাদের ওরিয়েন্টেশনে

উপস্থিত হয়ে তাদের সাথে কথা বলেন এবং ব্যাকের মাঠ পর্যায়ে টিবি রোগ চিকিৎসায় ডটস পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানেন এবং জেনে কার্যক্রমের প্রসংশা করেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শিশুর জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে জন্ম নিবন্ধন করার জন্য প্রয়োজনীয় সচেতনতা বৃদ্ধি করার ওপর নির্দেশনা প্রদান করেন এবং উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা সেবিকাদের সঠিক নিয়মে ডটস প্রদান করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

এছাড়াও এসময় ব্র্যাক জেলা সমম্বয়ক শেখ মনিরুল হুদা, টিবি কন্ট্রোল প্রোগ্রামের ডিসিট্রিক্ট ম্যানেজার অচিন্ত কুমার বোস, মাইক্রোফাইনান্স (দাবি) কর্মসূচীর এরিয়া ম্যানেজার মোঃ জসিম উদ্দিন, ম্যানেজার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, ম্যানেজার (বিসিইউপি) মোঃ আল আমিন বিশ্বাস,শাখা হিসাব কর্মকর্তা আব্দস সামাদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদা মডেল থানা পরিদর্শনে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম

দামুড়হুদা মডেল থানা পরিদর্শন করেছেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম। এসময় সাথে ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোছাঃ মমতাজ মহল ও সহকারী কমিশনার ভূমি কে এইচ তাসফিকুর রহমান।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টায় তিনি সরজমিনে পরিদর্শন করেন।

দামুড়হুদা মডেল থানা পরিদর্শন কালে প্রথমেই জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম কে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করেন দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবীর।

মডেল থানা পরিদর্শন কালে থানার সকল পুলিশ সদস্যদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং সার্বিক বিষয়ে খোঁজ খবর নেন তিনি।

এ সময় জেলা প্রশাসককে দামুড়হুদা মডেল থানার পক্ষ থেকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। মডেল থানা পরিদর্শন শেষে তিনি বলেন, জেলার আইন শৃঙ্খলা সমুন্নতি রাখতে জেলা প্রশাসন বদ্ধ পরিকর। দামুড়হুদা মডেল থানা এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। থানায় এসে যেনো কোন সেবা গ্রহীতা বিড়ম্বনা ও প্রতারণার স্বীকার না হয় সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। পুলিশ ও জনগণের সম্পর্কের দূরত্ব কমিয়ে আনতে হবে। জনগণ ও পুলিশের সম্পর্ক ভালো থাকলে এলাকার সার্বিক পরিস্থিতি ভালো থাকে।

জেলা প্রশাসক-পুলিশ সুপার-শান্তিপূণভাবে দুর্গা উৎসব শেষ হবে

দামুড়হুদার বিভিন্ন পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক-পুলিশ সুপার। গতকাল শনিবার বিকাল ৫টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করে পূজা মন্ডপের নিরাপত্তা সহ সকল বিষয়ে সার্বিক খোঁজ খবর নেন।

পূজা মন্ডপ পরিদর্শনকালে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম বলেন, জেলায় শান্তিপূর্ণভাবে শারদীয় দুর্গা উৎসব হচ্ছে। জেলার কোথায় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। আশাকরি শান্তিপূণভাবে দুর্গা উৎসব শেষ হবে।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা বিপিএম বলেন, শারদীয় দুর্গা উৎসব উপলক্ষে জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সমুন্নত রাখতে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। কোথাও কোনো অপশক্তি সুন্দর পরিবেশ বিনষ্ট করতে পারেনি। যদি কোনো অপশক্তি দুগা উৎসব বিনষ্ট করার চেষ্টা করে তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোছা মমতাজ মহল, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) তাসফিকুর রহমান, দামুড়হুদা মডেল থানার (ওসি) মো আলমগীর কবির, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, দামুড়হুদা মডেল থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই আসাদুর রহমান, বাকী বিল্লাহ, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সহসভাপতি মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, চিৎলা হালদারপাড়া মন্দিরের সভাপতি, মদন কুমার হালদার, সাধারণ সম্পাদক বিশু হালদার প্রমুখ।

উল্লেখ, চলতি বছরে দামুড়হুদা উপজেলার পৌরসভা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে মোট ২০টি মন্দিরে শারদীয় দূর্গাপূজার কার্যক্রম চলছে। প্রতিটি মন্দিরে পূজা যেন নির্বিগ্নে উদযাপন করতে পারেন, সেই জন্য প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তৎপর ভূমিকায় রয়েছে। এখনো পর্যন্ত কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

মেহেরপুরে পুলিশের খুলনা রেঞ্জ ডিআইজির বিভিন্ন পূজা মন্ডপ পরিদর্শন

খুলনা রেঞ্জের পুলিশের ডিআইজি রেজাউল হকসহ প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তা মেহেরপুরের বিভিন্ন পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেছেন।

গতকাল শনিবার বিকাল পাঁচটার সময় মেহেরপুর শহরের নায়েব বাড়ি পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেন এবং সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সাথে শূভেচ্ছা বিনিময় করেন। পরে শহরের কালীবাড়ি মন্দির পরিদর্শন করেন ডিআইজি সহ পুলিশের কর্মকর্তাবৃন্দ।

এ সময় পূজা মন্ডপের দায়িত্বে থাকা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সাথে মতবিনিময় করেন পূজা মন্ডপগুলিতে আগত ভক্তদের সাথেও কথা বলেন তিনি বলেন সারদীয় দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও উৎসব মুখর পরিবেশে সকল পূজা উদযাপনের আহ্বান জানান।

এ সময় ডিআইজি রেজাউল হক বলেন, সারাদেশের মত মেহেরপুরে উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের দুর্গাপূজা উদযাপিত হচ্ছে। কোন অপীতিকার ঘটনা না ঘটে সেজন্য নিরাপত্তায় বলয় তৈরি করা হয়েছে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

এ সময় খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি অপারেশন হাসানুজ্জামান, মেহেরপুর পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানমসহ পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে ৬ টি পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেছেন সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন বলেন, সনাতনী ধর্মালম্বীদের শারদীয় দূর্গোৎসব নির্বিঘ্নে, নিরাপত্তা, শান্তি শৃংখলা ও সামাজিক বন্ধনের মধ্যে দিয়ে পালন করতে বিএনপির নেতৃবৃন্দকে নির্দেশ দিয়েছেন দেশ নায়ক তারেক রহমান।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যার পর তিনি দলীয় নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন মন্ডপ পরিদর্শন কালে এসব কথা বলেন তিনি।

সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন গাংনী উপজেলার রায়পুর দাশপাড়া কালি মন্দির পূজা মন্ডপ, চাঁদপুর দাশপাড়া কালি মন্দির পূজা মন্ডপ, আমতৈল কাল মন্দির পূজা মন্ডপ, ভোলাডাঙ্গা কালি মন্দির পূজা মন্ডপ, মানিকদিয়া কালি মন্দির পূজা মন্ডপ, শিমুলতলা কালি মন্দির পূজা মন্ডপ, ষোলটাকা কালি মন্দির পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেন।

এসময় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পুজা মন্ডপের নেতৃবৃন্দের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন ও ব্যক্তিগত তহবিল থেকে পুজা কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকদের হাতে আর্থিক অনুদান তুলে দেন।
এসময় রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি নাসির উদ্দিন, উপজেলা বিএনপির সাংস্কৃতিক বিষয়ক ও রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম, পৌর বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুল্লাহিল মারুফ পলাশ, পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু, ষোলটাকা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আল হেলাল, সাংগাঠনিক সম্পাদক ফরমান আলী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল গাফ্ফার, গাংনী পৌর বিএনপির সাংগাঠনিক সস্পাদক ইয়ামিন আলী বাবলু, পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খাইরুল আলম কালাম, রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সারগিদুল ইসলাম, গাংনী পৌরসভার প্যানেল মেয়র নাসির উদ্দিন, রাইপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান ভিজা, গাংনী পৌর বিএনপির সহসভাপতি ৯ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ফজলুল হক, পৌর কৃষকদলের যুগ্ম সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, ৯ নং ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আমজাদ হোসেন, রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক জাকারিয়া, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খোকন,

ষোলটাকা ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফরমান আলী, আমতৈল গ্রাম বিএনপির সভাপতি কুরবান আলী, গাংনী পৌর বিএনপি নেতা আনিছুর রহমান লেবু, সহ বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পুজা মন্ডপ পরিদর্শনকালে সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন রাইপুর কালি মন্দির সভাপতি শ্রী শ্যামল দাশ, সাধারণ সম্পাদক রবিন দাশ, চাঁদপুর কালি মন্দির পূজা মন্ডপের সভাপতি সুশান্ত দাশ, আমতৈল কালি মন্দির পূজা মন্ডপের সভাপতি শ্রী শিপন কুমার দাশ, সস্পাদক বিনোদ কুমার দাশ, ভোলাডাঙ্গা দাশপাড়া কালি মন্দির পূজা মন্ডপের সভাপতি নৃত্য কুমার দাশ, সম্পাদক প্রভাস দাশ, শিমুল তলা দাশপাড়া কালি মন্দির পুজা মন্ডপ কমিটির সভাপতি সাধন কুমার দাশ, পুজা কমিটির সভাপতি বিকাশ কুমার দাশ, সম্পাদক সন্দিপ কুমার দাশ, ষোলটাকার পুজা মন্ডপ কমিটির সভাপতির হাতে ব্যক্তিগত তহবিল থেকে আর্থিক অনুদান তুলে দেন।

আমজাদ হোসেন আরো বলেন, সনতানী ধর্মের মানুষ সবাই সমান। এখানে উচু নিচু জাত বলে কিছু নেই। দাশ সম্প্রদায়ের মানুষকে ছোটো ভাবার অবকাশ নেই। তিনি বলেন, দেশ নায়ক তারেখ রহমান বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে মন্দিরে মন্দিরে গিয়ে খোঁজ খবর নেওয়ার নির্দেশ ও সব ধরনের সহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি বলেন, কোনো দু:স্কৃতিকারি হুমকি ধামকি দিলে বিএনপির নেতাকর্মীদের জানানোর আহবান জানান তিনি।

এছাড়া পিজা বিসর্জন পর্যন্ত হিন্দু সস্প্রদায়ের মানুষকে জাগ্রত থাকারও আহবান জানান তিনি। তিনি বলেন, এদেশে হিন্দু মুসলমান এক সাথে সাম্প্রদায়ীক সম্প্রীতির সাথে বসবাস করে আসছেন।

শারদীয় দুর্গোৎসব পালনে কেউ কোনো বাঁধা দিলে বিএনপির সকল নেতাকর্মীরা সেটা প্রতিহত করবে। পুজা বিসর্জন পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃবৃন্দ পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।

আমজাদ হোসেন আরো বলেন, মায়ের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধের যায়গা থেকে হাজারো দু:খ কষ্টের মধ্যে থেকেও তারা শারদীয় দূর্গোৎসবের আয়োজন করে থাকেন সনাতনীরা।

তারেক রহমানের নির্দেশ দিয়েছেন কোথাও যেনো কোনো দু:স্কৃতিকারি দুর্ঘটনা ঘটাতে না পারে সেজন্য সবাইকে সজাগ থাকার

আহবান জানিয়েছেন।

দামুড়হুদায় বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ পরিদর্শনে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) নাজমুল হামিদ রেজা

চুয়াডাঙ্গা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব) নাজমুল হামিদ রেজা বলেন আমরা সবাই বাঙ্গালি জাতি, বাংলাদেশের মানুষ হিসেবে এটাই আমাদের বড় পরিচয়। সাম্প্রদায়িক চেতনায় নয় অসাম্প্রদায়িক চেতনায় আমরা বাংলাদেশ গড়ব। শারদীয় দুর্গাপূজা উৎসব হিন্দু ধর্মালম্বী ভাই-বোনদের সবচেয়ে বড় উৎসব এবং এটা বাঙালি সংস্কৃতির একটা অংশ। সেজন্য সকলে মিলে আমরা এই উৎসব পালন করব যেখানে কোন ভেদাভেদ থাকবে না।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন পূজা মন্ডপ পরিদর্শনকালে দামুড়হুদা সদর ইউপির পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের চিৎলা শ্রী শ্রী সার্বজনীন পূজা মন্ডপ পরিদর্শনে এসে বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

সফর সঙ্গী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মমতাজ মহল এ সময় তিনি বলেন, আমার উপজেলায় ২০ টি পূজা মন্ডপে জাঁকজমকপূর্ণভাবে পূজা উদযাপন হচ্ছে, পূজা উদযাপন নির্বিঘ্ন করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সহ সহযোগী বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থা কাজ করে চলেছে, এবার শারদীয় দুর্গা পূজা উৎসবে এই উপজেলার বিভিন্ন পূজা মন্ডপে যেভাবে হিন্দু মুসলমান ভাই সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ সহযোগিতা করছে এটা দেখে আমি সত্যিই অভিভূত হয়েছি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ সিদ্দিকুর রহমান, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ

তাসফিকুর রহমান, সহকারী কমিশনার আব্দুর রহমান, সহকারি কমিশনার আসফাকুর রহমান, সরকারি কমিশনার সামিউল আজম, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা তোফাজ্জল হক, এনজিও ব্র্যাকের জেলা সমন্বয়ক মানিক রুগা, দামুড়হুদা মডেল থানার অপারেশন্স ওসি (তদন্ত) হিমেল রানা, এসআই বাকি বিল্লাহ, উপজেলা বিএনপি’র সাবেক প্রচার সম্পাদক আশরাফুল আলম বাবলু, উপজেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাশেম, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিনিধি সজিবুল ইসলাম, হাসনাত খুশবু, সৌরভ, আকাশ, চিৎলা শ্রী শ্রী সার্বজনীন দূর্গা মন্দিরের সভাপতি মদন কুমার হালদার, সাধারণ সম্পাদক বিষ্ণু কুমার হালদার, দামুড়াহুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি সামসুজ্জোহা পলাশ, সহ-সভাপতি মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, বিএনপি নেতা মনজুর রহমান, যুবদল নেতা খোকন আলী, আব্দুস সালাম সহ পূজা মন্দিরে আগত অসংখ্য ভক্তবৃন্দ। আগত অতিথিবৃন্দ চিৎলা শ্রী শ্রী সার্বজনীন পূজা মন্ডপ পরিদর্শনে আসলে তাদেরকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন মন্দিরের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকসহ ভক্তবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের আলমডাঙ্গার বিভিন্ন দুর্গা মন্দির পরিদর্শন

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মাদ জহিরুল ইসলাম ও পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মাওলা বিপিএম (সেবা) আলমডাঙ্গার শ্রী শ্রী রথতলা দুূর্গা মন্দিরসহ বিভিন্ন পূজা মন্ডব পরিদর্শন করেন।

পূজা মন্ডব পরিদর্শনকালে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম বলেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ বাংলাদেশ, এখানে সকলে মিলে যার যার ধর্ম সেই সেই পালন করবে, এখানে কেউ যদি সম্প্রীতি নষ্ট করতে চাই আমরা কঠোর হস্তে তা দমন করবো ।

পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা বলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলায় ৩২ টি

পুজা মন্ডপে দুর্গা পুজা হচ্ছে, প্রতিটি মন্দিরে পুলিশ আনছার ভিডিপির সদস্য বৃন্দ মন্দিরের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় কাজ করছে, আপনারা শান্তিপুর্ণ ভাবে ধর্মীয় উৎসব পালন করবেন, কোন সমস্যা দেখলে আমাদেরকে ফোন করে জানাবেন, আমরা তাৎক্ষণিক ব্যাবস্থা নেবো।

পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান লালন, আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার শেখ মেহেদী ইসলাম, জেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা আবু তালেব, আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ গনি মিয়া ও পরিদর্শক অপারেশন আসগর আলী।

কর্মকর্তাবৃন্দ রথতলা মন্দির প্রাঙ্গণে পরিদর্শনে আসলে মন্দির কমিটির সভাপতি বিদ্যুৎ কুমার সাহা, সম্পাদক আশিম কুমার সাহা তাদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। পরে তারা মন্দির প্রতিমা পরিদর্শন করেন।

এ ছাড়াও কর্মকর্তাবৃন্দ আলমডাঙ্গা স্টেশন পাড়া মন্দির, বাবুপাড়া দুর্গা মন্দিরে বেশ কিছু সময় কাটান এবং মন্দিরের সার্বিক পরিস্থিতির খোঁজ খবর নেন। জেলা প্রশাসন পরে ক্যানেল পাড়া মন্দির ও কালিদাসপুর দুর্গা মন্দির পরিদর্শন করেছেন।এর আগে জেলা আনছার ভিডিপির কমান্ডান্ড ফারুক হোসেন, উপজেলা আনছার ভিডিপি কর্মকর্তা আজিজুল হাকিম মন্দির পরিদর্শন করেন।

দামুড়হুদার বিভিন্ন পূজা মন্ডপ পরিদর্শন ও আর্থিক সহায়তা প্রদান

দেশ নায়ক তারেক রহমানের নির্দেশনায় চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মাহমুদ হাসান খান বাবু ‘র পক্ষে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন পূজা মন্ডপ পরিদর্শন ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দ পূজা মন্ডপ পরিদর্শন শেষে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোঃ মনিরুজ্জামান মনির, সিনিয়র সহ-সভাপতি মো: আব্দুল ওয়াহেদ, সাধারণ সম্পাদক মোঃ রফিকুল হাসান তনু, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাশেম, দামুড়হুদা উপজেলা সেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জাকির হোসেন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আঃ রহিম, সাধারণ সম্পাদক ভারপ্রাপ্ত আনছার আলী, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী, সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী, উপজেলা যুবদলনেতা মোমিনুল হক, আরিফুল ইসলাম আরিফ সহ বিএনপি, যুবদল সহ অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

“হিন্দু মুসলিম এক সাথে সৌহার্দ্য সম্প্রীতির মধ্যে দিয়ে ধর্মীয় উৎসব পালন করে আসছেন”

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন বলেন, দু’শো বছরের ইতিহাস স্বাক্ষী দেয় বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম এক সাথে সৌহার্দ্য সম্প্রীতির মধ্যে দিয়ে ধর্মীয় উৎসব পালন করে আসছেন।

আজ বৃহস্পতিবার (১০ অক্টোবর) সন্ধ্যার পর দলীয় নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গা পূজা উপলক্ষে বিভিন্ন পূজা মন্ডপ পরিদর্শনকালে এসব কথা বলেন তিনি।

সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন বিভিন্ন পূজা মন্ডপে পৌঁছালে মন্ডপের সভাপতি সাধারণ সম্পাদকসহ নেতৃবৃন্দ তাদের ফুল দিয়ে অভিনন্দন জানান।

এসময় উপজেলা বিএনপির সাংস্কৃতিক বিষয়ক ও রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম, পৌর বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহিল মারুফ পলাশ, পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু, গাংনী পৌর বিএনপির সাংগাঠনিক সস্পাদক ইয়ামিন আলী বাবলু, পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খাইরুল আলম কালাম, মেহেরপুর জেলা মহিলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আসমা তারা, রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সারগিদুল ইসলাম, গাংনী পৌরসভার প্যানেল চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন, রাইপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান ভিজা, গাংনী পৌর বিএনপির অর্থ সম্পাদ গোলাম হোসেন, গাংনী পৌর বিএনপির ৫ নং ওয়ার্ড সভাপতি গোলাম কাওছার, ৯ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ফজলুল হক, সাহারবাটি ইউনিয়ন কৃষকদলের সাধারন সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ মাষ্টার, ৪ নং ওয়ার্ড বিএনপির নেতা আহসান হাবিব, যুবদল নেতা আমজাদ হোসেন, কৃষকদল নেতা ফজলুর রহমানসহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন গাংনী উপজেলা শহরের কেন্দ্রীয় পুজামন্ড, দাশপাড়া পুজামন্ডপ, চৌগাছা দাশপাড়া পুজামন্ডপ, গাঁড়াডোব পুজামন্ডপ, সাহারবাটি ইউনিয়নের ভোমরদহ দাশপাড়া পুজামন্ডপ ও হিজলবাড়িয়া দাশপাড়া পুজা মন্ডপ পরিদর্শন করেন।

এ সময় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পুজা মন্ডপের নেতৃবৃন্দের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

গাংনী কেন্দ্রীয় পুজা কমিটির সভাপতি সুশান্ত কুমার পাত্র, সাধারণ সম্পাদক সুকেস চন্দ্র বিশ্বাস, গাংনী দাশপাড়া পূজা কমিটির সভাপতি ধীরেন দাশ, চৌগাছা পূজা কমিটির সভাপতি তারাপদ দাশের হাতে তার ব্যক্তিগত আর্থিক অনুদান প্রদান করেন।

সনাতন সম্প্রদায়ের কাছে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন তারেক রহমানের পক্ষে শারদীয় শুভেচ্ছা পৌঁছে দেন এবং নির্বিঘ্নে শারদীয় উৎসব পালনের আহ্বান জানান।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে আমজাদ হোসেন বলেন, এদেশে হিন্দু মুসলমান এক সাথে সাম্প্রদায়ীক সম্প্রীতির সাথে বসবাস করে আসছেন। পুজা উৎযাপন উপলক্ষে হিন্দু মুসলিমদের বন্ধন সব সময় অটুট থাকে। শারদীয় দুর্গোৎসব পালনে কেউ কোনো বাঁধা দিলে বিএনপির সকল নেতাকর্মীরা

সেটা প্রতিহত করা হবে। পুজা বিসর্জন পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃবৃন্দ পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন।

উল্লেখ্য, গাংনী উপজেলা ১৭টি মণ্ডপে বাঙালি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসব চলছে। শারদীয় দুর্গোৎসব নির্বিঘ্নে পালনে পুলিশ ও আনসার-ভিডিপি সদস্যের পাশাপাশি সেনাবাহিনী ও বিজিবির টহল রয়েছে। এছাড়া সাদা পোষাকে গোয়েন্দাদের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। সেই সঙ্গে সোনাতলার ১৭টি মন্ডপে যুবদল, সেচ্ছাসেবক দল, ছাত্রদলের হেল্পডেক্সসহ রয়েছে বিএনপির নেতাকর্মীরা।

গাংনীর ভাটপাড়া ইকোপার্ক পরিদর্শনে ডিসি সিফাত মেহনাজ

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া নীলকুঠি জেলা প্রশাসক ইকোপার্ক পরিদর্শন করেছেন নবাগত জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ। পার্ক পরিদর্শনে এসে ঐতিহাসিক নীলকুঠির পুরো এলাকা ঘুুরে দেখেন তিনি। ডিসি ইকোপার্কের ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেন ডিসি সিফাত মেহনাজ।

এসময় গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা, উপজেলা এলজিএডি প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদ, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাসহ স্থানীয়রা উপস্থিত ছিলেন। এসময় ইকোপার্কের ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা, আগত দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ পার্কের অবকাঠামো উন্নয়নসহ দৃষ্টি নন্দন করার উদ্যোগ নেয়ার কথা জানান তিনি।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা ইকোপার্কের সম্ভাবনা,পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন।

জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ বলেন, আমি মেহেরপুরের মানুষ। অনেক সম্ভাবনাময় ও ঐতিহাসিক স্থান ভাটপাড়া নীলকুঠি। এখানে ৩৩ একর

জায়গা রয়েছে। জেলার একটি উল্লেখিত দৃষ্টি নন্দন করে তোলা হলে সুস্থ বিনোদনের জন্য ভাটপাড়া নীলকুঠি হতে পারে একটি আকর্শনীয় পর্যটন কেন্দ্র। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে পার্কের উন্নয়ন কাজ শুরু করার কথা জানান। সেই সাথে কাজলা নদী পুনঃখনন করার উদ্যোগ নেয়ার কথা জানান।